দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 SEP 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

জনগণ শিক্ষিত না হলে দেশ সমৃদ্ধ হবে না ঃ প্রধানমন্ত্রী

মিরেরসরাই (চট্টগ্রাম), ৬ সেপ্টেম্বর (বাসস)।–প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে জনগণকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করার জন্য তার সরকারের গৃহীত শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীকে নিজস্ব এলাকায় সফল করে তুলতে শিক্ষক, অভিভাবক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রতি আহ্বান জানান। বেগম জিয়া আজ মিরেরসরাই এস এন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী মিরেরসরাই থানায় কর্মসূচী উদ্বোধনের নিদর্শন হিসাবে দুস্থ ছেলেমেয়ে এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে গম বিতরণকরেন।

গত ২৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিক-ভাবে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী উদ্বোধন করেন। এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হলো ঃ পল্লী এলাকার দুস্থ এবং গরীব শিশুদের পড়াশুনায় সাহায্য করা এবং ড্রপ আউট বা পাঠ শেষ না করে নির্ধারিত সময়ের আগে স্কুল ত্যাগ রোধ করা। প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ৪৬০টি থানার একটি করে পশ্চাৎপদ ইউনিয়নকে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৮-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রধানমন্ত্রী

দিন মজুর, দরিদ্র এবং ভূমিহীন পরিবারের ছেলেমেয়ে ও দুস্থ মহিলারা এই কর্মসূচীর অধীনে আসবে। স্কুলে যাবার জন্য প্রতিটি ছেলে বা মেয়েকে মাসে ১৫ কেজি চাল এবং যে পরিবারের দুই বা একাধিক সন্তান স্কুলে যাবে তাদের জন্য ৩০ কেজি চাল বা গম বরাদ্দ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, এই কর্মসূচীর জন্য বছরে ৭ লাখ শিশু এবং ৫ লাখ পরিবার উপকৃত হবে। চলতি বছর এই কর্মসূচীর আওতায় ৮৯ কোটি টাকা মূল্যের ২৪ হাজার টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হবে। বেগম জিয়া শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, জনগণকে শিক্ষিত করা না হলে দেশ কখনো সমৃদ্ধ হতে পারে না। তাদের নিজ এলাকায় কর্মসূচী বাস্তবায়ন তদারকি করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বার, শিক্ষক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আহ্বান জানান। প্রাথমিক পর্যায়ে সফল হলে কর্মসূচী আরো বর্ধিত করা হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

তার সরকার উৎপাদন ও উন্নয়নের রাজনীতি শুরু করেছেন এ কথা উল্লেখ করে বেগম জিয়া নিরক্ষরতা দূর করে সরকার গৃহীত আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য সমাজের সকল স্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। সর্বস্তরের জনগণ যদি সম্মিলিতভাবে কাজ করে তাহলে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করে স্বনির্ভর করা যাবে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন।

বেগম জিয়া বলেন, বর্তমান সরকার সাধারণ মানুষের সরকার। এই কারণে সরকার গণমুখী আর্থ–সামাজিক কর্মসূচী অনুসরণ করছে। তিনি বলেন, গ্রামের ছেলেমেয়েরা মন্ত্রী, এমপি, চিকিৎসক এবং প্রকৌশলী হবেন। তার সরকারের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য বেগম জিয়া জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। গবাদিপশু এবং মোরগ–মুরগী পালন, বৃক্ষরোপণ ও মৎস্য চাষের জন্য গ্রামের লোকদের এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান। মিরেরসরাই থানার বহু এলাকায় পল্লী বিদ্যুতায়নে যে সমস্যা রয়েছে তা দূর করা হবে বলে বেগম জিয়া আশ্বাস দেন।

প্রধানমন্ত্রী হবার পর মিরেরসরাই থানায় বেগম জিয়ার এটাই প্রথম সফর। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি পরে এক বিরাট জনসভায় পরিণত হয়।

সংসদ উপনেতা অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, এলজিআরডি ও সমবায়মন্ত্রী আবদুস সালাম তালুকদার, বন ও পরিবেশমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান, এম এ জিন্নাহ এমপি, রোজী কবির এমপি, বিএনপি নেতা গোলাম আকবর খন্দকার এবং প্রাথমিক শিক্ষা সচিব কাজী বাকিউদ্দীন আহমদ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বক্তৃতাকরেন।

ভিড়ের চাপে

চট্টগ্রাম থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টার জানান ঃ মিরেরসরাই হাইস্কুল মাঠে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জনসভায় জনতার চাপে একটি দেয়াল ভেঙ্গে পড়লে দেয়াল চাপা পড়ে মোহাম্মদ ইসহাক (৪০) নিহত ও অপর ৩০ জন আহত হয়েছে। আহতদের ফেনী হাসপাতাল ও মোস্তাননগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে ফেনী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শাহ আলম ও সালাহউদ্দীনের অবস্থা আশংকাজনক।